২৬০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে বড় সুখবর

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ০৮:৫৬, ১৮ নভেম্বর ২০২৫

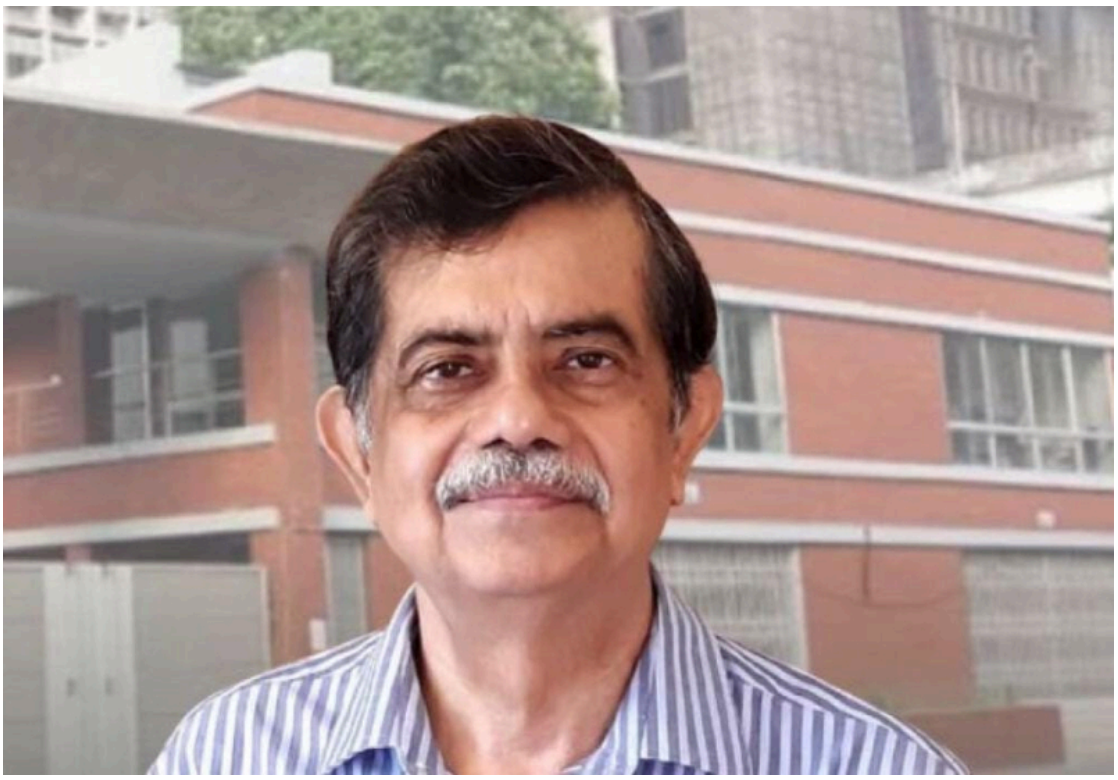

ছবি: সংগৃহীত

সারাদেশে সাধারণ ও কারিগরি মিলিয়ে দুই হাজার ৬০০–এর বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি. আর. আবরার)। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সচিবালয়ে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ তথ্য জানান।

এর আগে নন-এমপিও ঐক্য পরিষদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি. আর. আবরার। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন—

* শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূইয়া
* জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মজিবুর রহমান
* গণসংহতি আন্দোলনের আহ্বায়ক জোনায়েদ সাকি
* বাসদ নেতা রাজেকুজ্জামান রতন
* জামায়াত ঢাকা দক্ষিণের নেতা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ
* এবি পার্টির শিক্ষা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ওমর ফারুক

* খেলাফত মজলিসের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ফয়সালসহ আরও অনেকে

বৈঠকে নন-এমপিও শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবির অগ্রগতি, নীতিমালা, বাস্তবায়ন কৌশল ও সরকারের বর্তমান পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন,
“সব রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় গেলে এমপিও প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়, তাহলে জাতীয় স্তরে একটি ঐকমত্য গড়ে উঠবে। এতে আন্দোলনরত শিক্ষকরা আশ্বস্ত হবেন।”

তিনি আরও জানান, শিক্ষকদের আন্দোলন প্রশমনে রাষ্ট্র পক্ষ থেকে চেষ্টা চলছে, পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্পষ্ট ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

চলতি অর্থবছরে নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তকরণের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।
তবে এর মধ্যে ৫০ কোটি টাকা বাসাভাড়া বৃদ্ধি, বোনাস ও অন্যান্য খাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
অপরদিকে যারা এবারও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি বা বহুবার যোগ্যতার পরও বাদ পড়েছেন—তাদের বিষয় বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে বলে জানান উপদেষ্টা।

সি. আর. আবরার বলেন,
“দেশকে এগিয়ে নিতে কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে এমপিওভুক্তি করা হবে। ঢালাওভাবে নয়—যারা সত্যিকার অর্থে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।”

এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিতেও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি।